দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশো ষাট

দানিয়েলের অন্তিম দর্শনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য: অন্তিম দিনগুলোর জন্য সত্যের উন্মোচন

Jeff Pippenger

2024-03-26

দশম অধ্যায়ে দানিয়েলকে শোকের দিনগুলো থেকে শাশ্বত সুসমাচারের তিন ধাপের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরুত্থিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর গাব্রিয়েল দানিয়েলকে একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস প্রদান করেন, এভাবে মহান হিদ্দেকেল নদীর আলোর ইতিহাসকে চিহ্নিত করেন।

> ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আরও নিবিড় অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রতি এমন মনোযোগ দেওয়া উচিত, যা আমাদের কাজের ইতিহাসে আগে কখনো দেওয়া হয়নি। রোমান ক্ষমতা ও পোপতন্ত্র সম্পর্কে কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমরা কম বলব, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় নবী ও প্রেরিতেরা যা লিখেছেন, আমাদের তার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। পবিত্র আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে এবং ঘটনাবলির উপস্থাপনায় বিষয়গুলো এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাতে শেখানো হয় যে মানব মাধ্যম যেন দৃষ্টির আড়ালে থাকে, খ্রিষ্টে লুকিয়ে থাকে, আর স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর ও তাঁর বিধি যেন মহিমান্বিত হন।
>
> দানিয়েল গ্রন্থ পড়ুন। সেখানে উপস্থাপিত রাজ্যগুলির ইতিহাস একে একে স্মরণ করুন। রাষ্ট্রনায়ক, পরিষদসমূহ, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী—এসব দেখুন; আর দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর মানুষের অহংকারকে নত করেছেন এবং মানব-মহিমাকে ধুলোয় মিশিয়েছেন। মহানরূপে একমাত্র ঈশ্বরই প্রতিভাত। ভাববাদীর দর্শনে তাঁকে দেখা যায় এক পরাক্রান্ত শাসককে নামিয়ে আরেকজনকে স্থাপন করতে। তিনি মহাবিশ্বের সম্রাটরূপে প্রকাশিত, তাঁর চিরস্থায়ী রাজ্য স্থাপনে উদ্যত—প্রাচীন দিনের জন, জীবন্ত ঈশ্বর, সমস্ত প্রজ্ঞার উৎস, বর্তমানের শাসক, ভবিষ্যতের উদ্ঘাটক। পড়ুন এবং বুঝুন—নিজের প্রাণকে অহংকারে উঁচু করতে গিয়ে মানুষ কত দরিদ্র, কত ভঙ্গুর, কত স্বল্পায়ু, কত ভ্রান্ত, কত অপরাধী।
>
> পবিত্র আত্মা ইশাইয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে—জীবন্ত ঈশ্বরের দিকে—মনোযোগের প্রধান বিষয় হিসেবে নির্দেশ করেন, খ্রিস্টে যেভাবে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন সেই ঈশ্বরের দিকে। ‘আমাদের জন্য একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, আমাদের জন্য একটি পুত্র দেওয়া হয়েছে; এবং শাসনভার থাকবে তাঁর কাঁধে; এবং তাঁর নাম রাখা হবে আশ্চর্য, পরামর্শদাতা, পরাক্রমশালী ঈশ্বর, চিরন্তন পিতা, শান্তির রাজকুমার’ [ইশাইয়া ৯:৬].
>
> দানিয়েল যে আলোটি সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তা বিশেষভাবে এই শেষ দিনগুলির জন্য দেওয়া হয়েছিল। শিনারের মহান দুই নদী উলাই ও হিদ্দেকেলের তীরে তিনি যে দর্শনগুলি দেখেছিলেন, সেগুলি এখন পরিপূরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, এবং পূর্ববাণীকৃত সকল ঘটনাই অচিরেই সংঘটিত হয়ে যাবে। Manuscript Releases, খণ্ড 16, 333, 334।

দানিয়েলের শেষ দর্শনের ভাববাণী প্রদানের মধ্যে এবং “ঘটনাবলীতে” পবিত্র আত্মা “এমনভাবে বিষয়গুলো গঠন করেছিলেন” যে প্রথম অধ্যায় (দশ) যেমন ঈশ্বরের লোকদের

অন্তিম দিনের অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করে, তেমনি শেষ অধ্যায়টিও (বারো) করে। হিদ্দেকেল নদীর আলোককে গঠনকারী সেই তিন অধ্যায়ের বিন্যাস, যা "বিশেষত এই অন্তিম দিনের জন্য দেওয়া হয়েছিল," "সত্য"-এর ত্রিস্তর সংজ্ঞা বহন করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ছিল। প্রথমটি যখন শেষেরটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং মধ্যবর্তীটি বিদ্রোহকে উপস্থাপন করে, তখন আমরা কেবল "সত্য" শব্দের হিব্রু গঠনতন্ত্রই পাই না, যা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ এবং শেষ অক্ষর দ্বারা নির্মিত, বরং আমরা আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষরও দেখতে পাই।

দানিয়েলের দশম অধ্যায় সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে চিহ্নিত করে, যারা দুই হাজার পাঁচশ কুড়ি বছরের "chazon" দর্শন এবং দুই হাজার তিনশ বছরের "mareh" দর্শন—উভয়ই বোঝে। তারা শুধু ঐ দুই দর্শন বোঝেই না, বরং "the appearance"-এর স্ত্রীলিঙ্গ ও কারণসূচক "marah" দর্শন দ্বারা উৎপন্ন বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা লাভের অভিজ্ঞতাও তাদের রয়েছে।

> মনের ও আত্মার জন্য যেমন, তেমনি দেহের জন্যও, পরিশ্রমের মাধ্যমে শক্তি অর্জিত হয়—এটাই ঈশ্বরের বিধান। বিকাশ ঘটায় অনুশীলনই। এই বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঈশ্বর তাঁর বাক্যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উপায় প্রদান করেছেন।
>
> বাইবেলে এমন সব নীতি রয়েছে, যা মানুষকে এই জীবন অথবা আগত জীবনের জন্য উপযুক্ত হতে বুঝতে হয়। আর এই নীতিগুলো সবাই বুঝতে পারে। যার মধ্যে এর শিক্ষাকে মূল্য দিতে চাওয়ার মন আছে, সে বাইবেলের একটি মাত্র অংশও পড়ে কিছু না কিছু সহায়ক ভাবনা লাভ না করে থাকতে পারে না। কিন্তু বাইবেলের সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা কখনোই মাঝে মধ্যে বা বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে পাওয়া যায় না। এর মহান সত্যব্যবস্থা এমনভাবে উপস্থাপিত নয় যে তাড়াহুড়ো বা অমনোযোগী পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বে। এর বহু ধন-ভাণ্ডার পৃষ্ঠতলের অনেক নিচে লুকিয়ে আছে; আর তা কেবল অধ্যবসায়ী অনুসন্ধান ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। যে সত্যগুলো মিলিত হয়ে সেই বৃহৎ সমগ্রটি গড়ে তোলে, সেগুলোকে খুঁজে বের করে একত্র করতে হবে—'এখানে একটু, ওখানে একটু।' যিশায়া ২৮:১০।
>
> এভাবে অনুসন্ধান করে একত্র করলে, দেখা যাবে যে তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খাপ খায়। প্রতিটি সুসমাচার অন্যগুলোর পরিপূরক, প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্যটির ব্যাখ্যা, প্রতিটি সত্য কোনো না কোনো অন্য সত্যের বিকাশ। ইহুদি ব্যবস্থার প্রতীকসমূহ সুসমাচারের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্যে প্রতিটি নীতির নিজস্ব স্থান আছে, প্রতিটি তথ্যের নিজস্ব তাৎপর্য আছে। আর নকশা ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রেই এই সম্পূর্ণ কাঠামো তার রচয়িতার প্রতি সাক্ষ্য দেয়। এমন একটি কাঠামো অনন্ত ব্যতীত আর কোনো বুদ্ধি কল্পনা বা নির্মাণ করতে পারত না।
>
> বিভিন্ন অংশ অনুসন্ধান এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অধ্যয়নের প্রক্রিয়ায় মানবমনের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসমূহ তীব্রভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ ধরনের অধ্যয়নে নিযুক্ত হয়ে মানসিক শক্তি বিকাশ না করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।
>
> বাইবেল অধ্যয়নের মানসিক মূল্য কেবল সত্যকে অনুসন্ধান করা ও তা একত্রিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উপস্থাপিত বিষয়বস্তুগুলো অনুধাবন করতে যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন, তাতেও এর মূল্য নিহিত। যে মন কেবল দৈনন্দিন সাধারণ বিষয়ে নিমগ্ন থাকে, তা খর্ব ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি তাকে কখনো মহৎ ও সুদূরপ্রসারী সত্য অনুধাবনের কাজে নিয়োজিত করা না হয়, তবে সময়ের সাথে সাথে তার বিকাশের শক্তি লোপ পায়।

> এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ এবং উন্নয়নের প্রেরণা হিসেবে, ঈশ্বরের বাক্যের অধ্যয়নের সমতুল্য আর কিছু নেই। বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের উপায় হিসেবে, বাইবেল অন্য যে কোনো বইয়ের চেয়ে, এমনকি সব বই একত্র করলেও, অধিক কার্যকর। এর বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব, উক্তির মর্যাদাপূর্ণ সরলতা, চিত্রকল্পের সৌন্দর্য—এগুলো যে রকমভাবে চিন্তাকে ত্বরান্বিত করে ও উচ্চে তোলে, তেমনটি আর কিছুই পারে না। দৈব প্রকাশের মহামহিম সত্যগুলো অনুধাবনের প্রয়াস যে পরিমাণ মানসিক শক্তি দান করে, ততটা আর কোনো অধ্যয়ন দিতে পারে না। এভাবে যখন মন অসীমের ভাবনার সংস্পর্শে আসে, তখন তা প্রসারিত ও শক্তিশালী হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।
>
> আরও বৃহত্তর হলো আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশে বাইবেলের শক্তি। মানুষ, যাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গতির জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, শুধুমাত্র সেই সঙ্গতিতেই তার প্রকৃত জীবন ও বিকাশ লাভ করতে পারে। ঈশ্বরেই তার সর্বোচ্চ আনন্দ খুঁজে পাওয়ার জন্য সৃষ্ট, সে অন্য কোথাও এমন কিছু খুঁজে পায় না যা হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত করতে পারে, আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাতে পারে। যে ব্যক্তি আন্তরিক ও শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক মন নিয়ে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে, তার সত্যসমূহ বুঝতে চায়, সে তার রচয়িতার সংস্পর্শে আসবে; এবং নিজেরই সিদ্ধান্ত ছাড়া, তার বিকাশের সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই।
>
> শৈলী ও বিষয়বস্তুর বিস্তৃত পরিসরে বাইবেলে এমন কিছু আছে যা প্রত্যেকের মনের আগ্রহ জাগায় এবং প্রত্যেকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। এর পৃষ্ঠাগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বপ্রাচীন ইতিহাস; সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ জীবনী; রাষ্ট্র পরিচালনার, গৃহপরিচালনার নীতিমালা—যে নীতিগুলোর সমতা মানব জ্ঞান কখনো অর্জন করতে পারেনি। এতে রয়েছে অত্যন্ত গভীর দর্শন, কবিতা—সবচেয়ে মধুর ও মহিমান্বিত, সবচেয়ে আবেগময় ও সবচেয়ে মর্মস্পর্শী। এভাবেই বিবেচনা করলেও, যে কোনো মানব লেখকের রচনার চেয়ে বাইবেলের লেখাগুলি মূল্যমানের দিক থেকে অপরিমেয়ভাবে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু সেই মহান কেন্দ্রীয় ভাবনার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের দৃষ্টিতে দেখলে, তাদের ব্যাপ্তি অসীমভাবে প্রসারিত, তাদের মূল্য অসীমভাবে অধিক। এই ভাবনার আলোকে দেখলে, প্রত্যেক বিষয়ই নতুন তাৎপর্য পায়। সবচেয়ে সরলভাবে ব্যক্ত সত্যগুলোর মধ্যেও নিহিত রয়েছে এমন নীতি, যা স্বর্গসম উচ্চ এবং যা অনন্তকালকেও পরিবেষ্টন করে।
>
> বাইবেলের কেন্দ্রীয় বিষয়—যার চারপাশে সমগ্র গ্রন্থের অন্যান্য সব বিষয় সমবেত হয়েছে—তা হলো মুক্তির পরিকল্পনা, অর্থাৎ মানব আত্মায় ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির পুনঃস্থাপন। এদেনে ঘোষিত রায়ে যে আশার প্রথম আভাস দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে শুরু করে প্রকাশিত বাক্যের সেই শেষ মহিমান্বিত প্রতিশ্রুতি—'তাঁহারা তাঁহার মুখ দেখিবে; এবং তাঁহার নাম তাঁহাদের কপালে থাকিবে' (প্রকাশিত বাক্য ২২:৪)—পর্যন্ত, বাইবেলের প্রতিটি বই ও প্রতিটি অংশের মূল বক্তব্যই এই বিস্ময়কর বিষয়ের উন্মোচন—মানুষের উত্তরণ—ঈশ্বরের শক্তি, 'যিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদেরকে বিজয় দান করেন।' ১ করিন্থীয় ১৫:৫৭। শিক্ষা, ১২৩-১২৫।

এইমাত্র উদ্ধৃত অংশে নির্দেশ করা হয়েছে যে, সাহিত্যের যেকোনো দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে, বাইবেল মানবের যেকোনো রচনার তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সিস্টার হোয়াইট বলছেন, "এর পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যায় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস; জীবনের সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ জীবনী; রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য, গৃহপরিচালনার নিয়ন্ত্রণের জন্য—এমন নীতিমালা, যার সমকক্ষ মানবীয় প্রজ্ঞা কখনও হতে পারেনি। এতে রয়েছে সর্বাধিক গভীর দর্শন, সর্বাধিক মধুর ও সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা, সর্বাধিক আবেগময় এবং

সর্বাধিক হৃদয়স্পর্শী রচনা," এবং "এমন এক নির্মাণশৈলী অসীমের মন ব্যতীত আর কোনো মন কল্পনা বা নির্মাণ করতে পারত না।"

মানবসমাজের স্বীকৃত সমস্ত নিয়ম, যা সাহিত্যকে গঠনদানকারী নীতিমালাকে চিহ্নিত করে, সেগুলিকে বাইবেল অতিক্রম করে গেছে। মানবশাস্ত্রের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে নীতিগুলি উপস্থাপিত হয়—যেগুলি সাধারণ বা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সাহিত্য থেকে শুরু করে মানবসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ পর্যন্ত পার্থক্য নির্ণয় করে—সেগুলিকেও বাইবেল অতিক্রম করে গেছে। এই বিষয়টি মনে রেখে, এ কথা স্বীকার করা যথার্থ যে, সমগ্র বাইবেলের ভাববাণীমূলক সাক্ষ্যের চূড়ান্ত পরিণতি, মহৎ উপসংহার, দানিয়েলের শেষ দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে। এটি ভাববাণীমূলক সাক্ষ্যের শীর্ষপ্রস্তর, এবং মানবসাহিত্যে এমন কোনো পরিণতি নেই যা দানিয়েল অধ্যায় এগারোর সাক্ষ্যের নিকটবর্তী হতে পারে—যা প্রথম পদ থেকে শুরু হয়ে বারো অধ্যায়ের চার পদ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে বাইবেলের সব বই মিলিত হয়ে সমাপ্ত হয়, এবং প্রকাশিত বাক্যে দানিয়েলের গ্রন্থের মতোই একই ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাগুলি গ্রহণ করা হয়েছে; কিন্তু পরস্পরের সম্পর্কের বিচারে দানিয়েলের গ্রন্থটি প্রথম উল্লেখ, আর প্রকাশিত বাক্য শেষ। প্রথম উল্লেখে সবকিছুই নিহিত থাকে, এবং দানিয়েলের গ্রন্থেই সেই সবকিছু বিদ্যমান, এবং গ্রন্থটির শিখর হলো হিদ্দেকেল নদীর ধারে প্রদত্ত দর্শন। ওই দর্শনে উপস্থাপিত ঘটনাবলির শিখর শুরু হয় চল্লিশতম পদে, এবং বারোতম অধ্যায়ের চতুর্থ পদে গ্রন্থটি মোহরবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত তা চলতে থাকে। ওই পদগুলি প্রাচীনকালের পবিত্র ব্যক্তিরা, সিস্টার হোয়াইটসহ, কখনও উচ্চারণ বা লিপিবদ্ধ করেছেন এমন প্রতিটি ভাববাদী সত্যের মহাসমাপনীকে উপস্থাপন করে।

একাদশ অধ্যায়ে সেই উপসংহারে পৌঁছাতে যে বিষয়গুলি ভূমিকা রাখে, তা হল অধ্যায়ের ভেতরের ইতিহাসসমূহ, যা একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয় পদের সঠিক বোঝাপড়ার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে—যেখানে ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা ভাববাদী এই ত্রিবিধ শত্রু এখন বিশ্বকে মানবের অনুগ্রহকালের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বোন হোয়াইট সরাসরি এই অন্তর্নিহিত নীতিটি চিহ্নিত করেছেন।

> আমাদের হারানোর মতো সময় নেই। আমাদের সামনে দুঃসময় উপস্থিত। পৃথিবী যুদ্ধের মনোভাবে আলোড়িত। শীঘ্রই ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত দুর্ভোগের দৃশ্যগুলি ঘটবে। দানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হতে চলেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণে যে ইতিহাস ঘটেছে তার অনেকটাই আবার পুনরাবৃত্ত হবে। ত্রিশতম পদে এক শক্তির কথা বলা হয়েছে যে 'ক্ষুব্ধ হবে, ফিরে আসবে, এবং পবিত্র চুক্তির বিরুদ্ধে রোষ প্রকাশ করবে; এমনই সে করবে; সে আবারও ফিরে আসবে, এবং যারা পবিত্র চুক্তি ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে গোপনে আঁতাত করবে। আর তার পক্ষে বাহিনী দাঁড়াবে, এবং তারা শক্তির পবিত্রস্থানকে অপবিত্র করবে, এবং দৈনিক বলি উঠিয়ে দেবে, এবং উজাড়কারী ঘৃণ্য বস্তু স্থাপন করবে। আর যারা চুক্তির বিরুদ্ধে দুষ্টতা করে, তাদেরকে সে তোষামোদ দ্বারা বিপথে নেবে; কিন্তু যারা তাদের ঈশ্বরকে জানে, তারা দৃঢ় হবে এবং বীরত্বপূর্ণ কাজ করবে। এবং জনগণের মধ্যে যারা বোঝে, তারা অনেককে শিক্ষা দেবে; তবু তারা তলোয়ার, অগ্নি, বন্দিত্ব ও লুণ্ঠনের দ্বারা অনেক দিন ধরে পড়ে যাবে। এখন যখন তারা পড়বে, তখন তারা সামান্য সহায়তা পাবে; কিন্তু অনেকে তোষামোদ করে তাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। এবং তাদের মধ্যে কিছু জ্ঞানীও পড়ে যাবে, যাতে তাদের পরীক্ষা করা যায়, এবং শোধন করে শুচি করা যায়, শেষ সময় পর্যন্ত;

> কারণ এটি এখনও নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর রাজা নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে; এবং সে নিজেকে উচ্চ করবে, এবং প্রত্যেক দেবতার ঊর্ধ্বে নিজেকে মহান করবে, এবং দেবতাদের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আশ্চর্য কথা বলবে, এবং রোষ পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে সফল হবে; কারণ যা নির্ধারিত হয়েছে, তা সম্পন্ন হবে।' দানিয়েল ১১:৩০-৩৬।
>
> এই কথাগুলিতে যে দৃশ্যগুলির বর্ণনা করা হয়েছে, তেমন দৃশ্য ঘটবে। আমরা প্রমাণ দেখেছি যে যারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাদের মানবমনের উপর শয়তান দ্রুত নিয়ন্ত্রণ দখল করছে। সবাই এই বইয়ের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পড়ুক ও বুঝুক, কারণ আমরা এখন সেই সঙ্কটের সময়ে প্রবেশ করছি, যার কথা বলা হয়েছে:
>
> 'এবং সেই সময়ে তোমার জাতির সন্তানদের জন্য দাঁড়াবে মহান অধিপতি মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন; এবং এমন এক দুঃসময় হবে, যেরূপ কোনো জাতি হওয়ার পর থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনো হয়নি; এবং সেই সময়ে তোমার জাতির প্রত্যেকেই, যাদের নাম বইটিতে লিখিত পাওয়া যাবে, উদ্ধার পাবে। এবং পৃথিবীর ধূলায় ঘুমিয়ে থাকা অনেকেই জেগে উঠবে—কেউ অনন্ত জীবনের জন্য, আর কেউ লজ্জা ও অনন্ত ঘৃণার জন্য। আর জ্ঞানীরা আকাশমণ্ডলের দীপ্তির মতো জ্বলবে; আর যারা অনেককে ধার্মিকতার পথে ফিরিয়ে আনে, তারা নক্ষত্রদের মতো অনন্তকাল পর্যন্ত জ্বলবে। কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, এই কথাগুলো বন্ধ করো, এবং বইটিতে সীলমোহর দাও, অন্তিম সময় পর্যন্ত; বহুলোক যাতায়াত করবে, এবং জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।' দানিয়েল ১২:১-৪। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, সংখ্যা ১৩, ৩৯৪।

এই অনুচ্ছেদে সিস্টার হোয়াইট প্রথমে দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের প্রতি নির্দেশ করেন এবং তারপর এই নীতিটি চিহ্নিত করেন যে, "এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূরণে যে ইতিহাসের অনেকাংশ সংঘটিত হয়েছে, তা পুনরাবৃত্ত হবে।" এরপর তিনি সরাসরি ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদ উদ্ধৃত করেন এবং এর পর এই বক্তব্য প্রদান করেন যে, "এই কথাগুলিতে বর্ণিত দৃশ্যগুলির অনুরূপ দৃশ্য সংঘটিত হবে।" ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদ চিহ্নিত করার পর, এবং এই বলে যে ঐ পদগুলির অনুরূপ দৃশ্য সংঘটিত হবে, তিনি তারপর পরীক্ষাকালের সমাপ্তি চিহ্নিত করেন, যখন দ্বাদশ অধ্যায়ের এক নম্বর পদের মধ্যে মীখায়েল দাঁড়িয়ে উঠেন। এভাবে করতে গিয়ে, তিনি ঐ সাতটি পদকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করছেন এবং সেগুলিকে সেই ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করছেন, যা মীখায়েলের দাঁড়িয়ে ওঠার অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত হয়।

আমরা একাধিকবার ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদের ইতিহাস এবং সেগুলি কীভাবে দানিয়েল অধ্যায় এগারোর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পদের সঙ্গে সমান্তরাল হয়, তা আলোচনা করেছি; আর এখন আমরা অধ্যায় এগারোর ভাববাদী ইতিহাসের অন্যান্য পর্বসমূহ বিবেচনা করতে শুরু করব, যেগুলি ঐই শেষে ছয়টি পদের মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তবে তার আগে, আমরা আবারও ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদের সঙ্গে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পদের সমান্তরালতার একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করব।

ত্রিশতম পদটি পৌত্তলিক রোম থেকে পাপাল রোমে রূপান্তরের সূচনা চিহ্নিত করে। সেই রূপান্তরকালীন ইতিহাস নানা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে, যেখানে ৩৩০, ৫০৮, ৫৩৩ এবং ৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মতো তারিখসমূহ শনাক্ত করা হয়েছে। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর চতুর্থ রাজ্য থেকে পঞ্চম রাজ্যে রূপান্তরের মধ্যে আরও অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নির্দেশচিহ্ন রয়েছে, কিন্তু একত্রিশতম পদে পৌত্তলিক রোম পাপাসির পক্ষে উঠে দাঁড়ায়, যেমনটি ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্লোভিসের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। পদে ক্লোভিসের দ্বারা প্রাথমিকভাবে প্রতিনিধিত্বকৃত পৌত্তলিক শক্তিগুলি

৫০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পাপাসির উত্থানের বিরুদ্ধে যে কোনো পৌত্তলিক প্রতিরোধকে (নিত্য) অপসারণের কাজ সম্পন্ন করে। সেই সময়কার যুদ্ধবিগ্রহ ঐ ইতিহাসের মধ্যে "শক্তির পবিত্রস্থান" দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত রোম নগরের বিরুদ্ধে ধ্বংস ডেকে আনে, এবং ৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পৌত্তলিক শক্তিগুলি পাপাসিকে পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং তখন সে অরলিয়ঁর কাউন্সিলে একটি রবিবার-আইন প্রণয়ন করে।

বত্রিশ থেকে ছত্রিশ পদ পর্যন্ত সেই রক্তপিপাসু যুদ্ধের পরিচয় দেয়, যা পরবর্তীতে অন্ধকার যুগের বারো শত ষাট বছর ধরে পাপাসি ঈশ্বরের বিশ্বস্তদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিল। অবশেষে ছত্রিশ পদে পাপাসি তার পরিণামে উপনীত হয়। চল্লিশ পদে রিগ্যান খ্রিস্টবিরোধীর সঙ্গে একটি গোপন জোট গঠন করেছিলেন, যা চিহ্নিত করে কখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদের প্রতিরোধ অপসারিত হয়েছিল, যেমনটি ৫০৮ সালের দ্বারা প্রতিভূত হয়েছে। রিগ্যানের অর্থসম্পদ ও সামরিক শক্তি অঙ্গীকার করা ৪৯৬ সালে পাপাসির পক্ষে "বাহুসমূহের" উঠে দাঁড়ানোর দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল। পৌত্তলিক রোমের শক্তির অভয়ারণ্যের ধ্বংস—যা রোম নগরী দ্বারা প্রতিভূত—আসন্ন রবিবার-আইনে মার্কিন সংবিধানের ধ্বংসের প্রতিরূপ; কারণ সংবিধানই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য শক্তির অভয়ারণ্য। রবিবার-আইনে পাপাসিকে আবারও পৃথিবীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, যেমনটি ৫৩৮ সালের দ্বারা প্রতিভূত হয়েছে।

তখন শুরু হবে ঈশ্বরের বিশ্বস্তদের বিরুদ্ধে চালানো হত্যামূলক পোপীয় নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্ব, যেমনটি ৫৩৮ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত অন্ধকার যুগে ঘটেছিল। এটি মানবজাতির পরীক্ষাকালের অবসানে নিয়ে যাবে, যখন মিখায়েল উঠে দাঁড়াবেন—যা ১৭৯৮ সালে প্রতীকায়িত হয়েছিল—যে সময় পোপতন্ত্র, যা বারোশো ষাট বছর ধরে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল, মরণঘাতী আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> একবার নিউ ইয়র্ক শহরে থাকাকালে, রাত্রিকালে আমাকে আকাশের দিকে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়েছিল। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো নির্মিত হয়েছিল তাদের মালিক ও নির্মাতাদের গৌরবান্বিত করার জন্য। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল সর্বাধিক ব্যয়বহুল উপকরণ। যাদের এই ভবনগুলো ছিল, তারা নিজেদেরকে প্রশ্ন করছিলেন না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেয়ে ভালোভাবে গৌরবান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।
>
> আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদের সম্পদ বিনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদের কার্যধারাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন তেমনি দেখতে পারত! তারা একের পর এক দৃষ্টিনন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কিন্তু মহাবিশ্বের অধিপতির দৃষ্টিতে তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্খতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারে—এ বিষয়ে তারা হৃদয় ও মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষের প্রথম কর্তব্য—তাদের দৃষ্টি থেকে সরে গেছে।'
>
> যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছিল, মালিকেরা উচ্চাভিলাষী গর্বে উল্লসিত ছিল যে নিজেদের ভোগ-বিলাসে এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেকে করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়,

দরিদ্রদের শোষণ করে অর্জিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে স্বর্গে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়; প্রতিটি অন্যায় চুক্তি, প্রতিটি প্রতারণামূলক কাজ সেখানে লিপিবিদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধততায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দেবেন না, এবং তারা শিখবে যে যিহোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

পরের যে দৃশ্যটি আমার সামনে এল, তা ছিল আগুন লাগার সংকেত। লোকেরা উঁচু এবং কথিতভাবে অগ্নিনিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।' কিন্তু এই ভবনগুলো এমনভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, যেন সেগুলো পিচ দিয়ে তৈরি। দমকলের গাড়িগুলো ধ্বংস ঠেকাতে কিছুই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা যন্ত্রগুলো চালাতে পারল না।

আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রভুর সময় এলে, যদি অহংকারী, উচ্চাভিলাষী মানুষের হৃদয়ে কোনো পরিবর্তন না ঘটে, তবে মানুষ বুঝবে যে যে হাত রক্ষা করতে শক্তিশালী ছিল, সেটিই ধ্বংস করতেও শক্তিশালী হবে। পার্থিব কোনো শক্তি ঈশ্বরের হাতকে থামাতে পারে না। ভবন নির্মাণে এমন কোনো নির্মাণসামগ্রী নেই যা ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ে, তাঁর বিধানের প্রতি মানুষের অবহেলা ও তাদের স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য শাস্তি প্রেরিত হলে, সেই ভবনগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

সমাজের বর্তমান অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণগুলি বোঝেন—এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়; এমনকি শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও নয়। যারা শাসনের লাগাম ধরে আছেন, তারা নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নন। ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপন করতে তারা নিষ্ফলভাবে সংগ্রাম করছেন। মানুষ যদি ঈশ্বরের বাণীর শিক্ষার প্রতি আরও গুরুত্ব দিত, তবে যে সমস্যাগুলি তাদের বিভ্রান্ত করে, সেগুলোর সমাধান তারা খুঁজে পেত।

পবিত্র শাস্ত্র খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগে পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা দেয়। যারা ডাকাতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে, তাদের সম্পর্কে লেখা আছে: 'তোমরা শেষ দিনের জন্য ধন-সম্পদ স্তূপ করে জমিয়েছ। দেখ, তোমাদের ক্ষেতের ফসল কেটেছে এমন শ্রমিকদের মজুরি, যা তোমরা প্রতারণা করে আটকে রেখেছ, তা চিৎকার করছে; আর যারা ফসল কেটেছে তাদের আর্তধ্বনি সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে পৌঁছেছে। তোমরা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটিয়েছ এবং লালসায় লিপ্ত হয়েছ; তোমরা তোমাদের হৃদয়কে জবাইয়ের দিনের মতো পুষ্ট করেছ। তোমরা ধার্মিককে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করেছ; আর তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।' যাকোব ৫:৩-৬।

কিন্তু সময়ের দ্রুত পূর্ণ হতে থাকা লক্ষণগুলি যে সতর্কবাণী দিচ্ছে, তা কে পড়ছে? জাগতিক মানুষের মনে তার কী প্রভাব পড়ছে? তাদের মনোভাবের কী পরিবর্তন দেখা যায়? নোহের যুগের পৃথিবীর অধিবাসীদের মনোভাবে যতটা দেখা গিয়েছিল, তার বেশি নয়। পার্থিব ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন হয়ে, প্লাবনপূর্ব লোকেরা ‘প্লাবন আসা পর্যন্ত তারা জানল না; আর তা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।’ মথি ২৪:৩৯। তারা স্বর্গপ্রেরিত সতর্কবাণী পেয়েছিল, কিন্তু শুনতে অস্বীকার করেছিল। আর আজও বিশ্ব ঈশ্বরের সতর্কবাণী সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শাশ্বত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে।

“যুদ্ধরে আত্মায় বশি্ব আলোড়তি। দানয়িলেরে একাদশ অধ্যায়রে ভবষি্যদ্বাণী প্রায় সম্পূর্ণ পরপিূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছে গছে।ে অচরিইে ভবষি্যদ্বাণীগুলতিে বর্ণতি বপিদরে ঘটনাবলি সংঘটতি হব।ে” Testimonies, volume 9, 12–14.